25 APR 2017

বাল্যবিবাহের চেষ্টা

# তিন কিশোরী রক্ষা পেল ইউএনওর হস্তক্ষেপে

**দিনাজপুর ও শ্রীপুর** (গাজীপুর) **সংবাদদাতা ●**

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর ও গাজীপুরের কাপাসিয়ায় উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাল্যবিবাহ থেকে রেহাই পেয়েছে তিন কিশোরী। এদের মধ্যে দিনাজপুরের দুই কিশোরীর বিয়ের দিন ছিল গত বৃহস্পতিবার এবং গাজীপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থী কিশোরীর বিয়ের দিন ধার্য ছিল গতকাল শুক্রবার।

চিরিরবন্দরের ইসবপুর ইউনিয়নের এক গ্রামের ১৫ বছর বয়সী কিশোরীর সঙ্গে আবদুলপুর ইউনিয়নের এক গ্রামের এক ছেলের এবং আবদুলপুর ইউনিয়নের আরেক গ্রামের এক কিশোরীর (১৩) সঙ্গে একই ইউনিয়নের চিরিরবন্দর হেলিপোর্ট এলাকার এক ছেলের বিয়ের দিন ছিল বৃহস্পতিবার। উভয় বিয়েতে স্বজনদের জানানো হয় নিমন্ত্রণ। গোপনে এমন বাল্যবিবাহ আয়োজনের খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. গোলাম রব্বানী পুলিশ নিয়ে বিকেলে এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হন।

ইউএনও মো. গোলাম রব্বানী বলেন, স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় দুটি বাল্যবিবাহ বন্ধ করা গেছে। বিয়েবাড়ির রান্না করা খাবার স্থানীয় কিছু এতিমখানায় বিতরণ করা হয়েছে। উভয় ঘটনায় কিশোরী দুজনের অভিভাবকদের কাছ থেকে মুচলেকা নিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

এদিকে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার করিহাতা ইউনিয়নের একটি গ্রামে ইউএনওর হস্তক্ষেপে বিয়ে বন্ধ হয় এক স্কুলছাত্রীর। গতকাল বেলা দুইটার দিকে ইউএনও মাকসুদুল ইসলাম এ বাল্যবিবাহ বন্ধ করেন। মেয়েটি এ বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে।

> গোপনে বাল্যবিবাহ আয়োজনের খবর পেয়ে চিরিরবন্দর ইউএনও মো. গোলাম রব্বানী পুলিশ নিয়ে এক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হন

করিহাতা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মাহাবুবুল আলম বলেন, এলাকাবাসীর মাধ্যমে এ বিয়ে আয়োজনের খবর পেয়ে ইউএনও এসে তা বন্ধ করেন। ঘটনার সময় বরযাত্রীরা মেয়ের বাড়িতে উপস্থিত না থাকায় মুঠোফোনে তাঁদের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

ইউএনও মাকসুদুল ইসলাম বলেন, তিনি মেয়ের বাড়িতে হাজির হলে পরিবারের পক্ষ থেকে মেয়েটির জন্মসনদ দেখানো হলেও সেখানে চেয়ারম্যান বা সচিবের স্বাক্ষর ছিল না। তা ছাড়া মেয়েটি অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাই বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে।